০৮-০৫-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই জ্ঞান হল খুবই মজার, তোমরা প্রত্যেকে নিজের জন্যে উপার্জন জমা কর। তোমাদের অন্য কারো খেয়াল না করে, নিজের দেহকে ভুলে উপার্জন জমা করতে হবে"

প্রশ্ন:- অবিনাশী উপার্জন করার বিধি কি ? এই উপার্জন থেকে কে বঞ্চিত হয় ?

উত্তর :- এই অবিনাশী উপার্জন বা আয় জমা করতে হলে রাত্রে বা অমৃতবেলায় জেগে থেকে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, বিচার সাগর মন্থন কর। উপার্জনের সময় কখনও ঘুম আসে না । তোমরা চলতে-ফিরতে বাবার স্মরণে থাকো তাহলে প্রতিটি সেকেন্ড উপার্জন হবে। তোমাদের স্বতন্ত্র ভাবে নিজের জন্যে উপার্জন করতে হবে। যারা ঐ বিনাশী উপার্জনের দিকে বেশি যায়, তারা এই উপার্জন থেকে বঞ্চিত হয় ।

গান :- জাগো সজনীরা জাগো নতুন যুগ এলো যে .....

ওমশান্তি। বাচ্চারা গান শুনেছে। বুদ্ধিতে আছে। সজন বলো বা পিতা, ওঁনাকে স্বামীর স্বামী বলা হয় কেন? ইংরেজিতে ব্রাইড বলা হয়। সজনকে ব্রাইড গ্রুম বলা হয়। তিনি হলেন নিরাকারী সজন। এখানে সাকারী সজনের কোনো কথাই নেই। নিরাকারী সজনেরও সজনী নিশ্চয়ই চাই। তা নাহলে নিরাকার সজন , সজনী বিনে রচনা করবেন কিভাবে। বাচ্চারা জানে যে উনি নিরাকার কোন্ সজনীর দ্বারা রচনা করেন। তিনি পরম পিতা পরমাত্মা এনার ভিতরে (ব্রহ্মাবাবার) প্রবেশ করে সবাইকে জাগিয়ে তুলছেন। যথাযথভাবে নব যুগ অর্থাৎ সত্যযুগ সত্য খণ্ডে যাওয়ার জন্যে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। পুরানো যুগ কে বলা হয় কলি যুগ। তাহলে বাচ্চারা তোমাদের অনুভব হচ্ছে আমরা এখানে এসেছি জ্ঞান সাগরের কাছে রিফ্রেশ হওয়ার জন্যে, সম্মুখে ধারণা করার জন্যে। বাচ্চাদের সম্মুখে যতখানি মজা অনুভব হয় ততখানি সেন্টারে হয়না। তোমরা বাচ্চারা সম্মুখে রয়েছ আর সেন্টারের বাচ্চারা রয়েছে দূরে। এই কথা বাচ্চাদের বোঝান হয়েছে যে প্রত্যেকটি আত্মা হল রথী এবং পরম পিতা পরমাত্মা হলেন এই দেহের রথী। ওঁনাকে বলা হয় পরমপিতা পরম আত্মা। তিনিও হলেন আত্মা তাইনা। তিনি সর্বদা সবকিছু থেকে পার অর্থাৎ অপারে অবস্থান করেন। ভগবানকে যখন স্মরণ করা হয় তখন দৃষ্টি সকলের উপরেই যায়। ও পরমপিতা পরমাত্মা দয়া করুন। সবাই জানে তিনি থাকেন উপরে। বাবা নিজের নির্দিষ্ট রথে এসেছেন। বলেন আমি কল্প কল্প এই দেহের রথী কারণ এই ব্রহ্মা রথ দ্বারাই ব্রাহ্মণ কুলের স্থাপনা করি। যদি কৃষ্ণের দেহে আসি তবে তো দেবতা কুল হয়ে যাবে। সত্যযুগ হয়ে যাবে। কৃষ্ণের শরীর সত্যযুগে থাকে। বাচ্চারা বোঝে আমাদের বেহদের পিতা বসে তিনটি কালের জ্ঞান প্রদান করে ত্রিকালদর্শী করছেন। ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান প্রদান করেছেন। যে সেকেন্ড পার হয়েছে হুবহু রিপিট হবে। যেমন লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিল পুনরায় রিপিট হবে। ক্রাইস্টকেও নিজের পার্ট রিপিট করতে হবে। সেই নাম, রূপ, দেশ, কালেই আসতে হবে। বাবা বলেন - আমিও নিজের নিরাকার রূপ পরিবর্তন করে সাকার রূপে এসেছি। নিশ্চয়ই মনুষ্য দেহেই আসবেন তবেই তো জ্ঞান বলে দেবেন। শাস্ত্রে কচ্ছ-মচ্ছ অবতার লেখা আছে। সর্বব্যাপীর জ্ঞানে এই ভাবে যে তিনি সবার মধ্যে প্রবেশ করেন।

এখন বাবা স্বয়ং বলছেন - সজনীরা , আমি এসেছি তোমাদের জাগ্রত করতে, নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে। যে সত্যযুগ ছিল সেই যুগ আবার রিপিট হবে। এখন নবযুগ আসছে। দুনিয়া ভাবে নবযুগ আসতে এখনও ৪০ হাজার বছর রয়েছে। এই হল মানুষের সবচেয়ে বড় ভুল। এখন বাচ্চারা নিশ্চয় বুদ্ধি হয়েছে। দুনিয়ার মানুষের জন্যে এইটি হল নতুন জ্ঞান। সত্যযুগে দেবী দেবতা রূপে অবস্থান করবে , তখন অন্য ধর্মের কথা জানা থাকবেনা। এখন অন্য ধর্ম গুলি সব পুরানো ধর্ম। নতুন দেবী-দেবতা ধর্ম লুপ্ত হয়েছে, এখন সেই নতুন ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। দেবতাদের বিভিন্ন চিত্র আছে। বোধ আছে সত্যযুগে অবশ্যই রাজত্ব ছিল। সত্যযুগে তোমাদের ইজ কথা জানা থাকবেনা যে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্বের পরে রাম রাজ্য আসবে। যা কিছু হবে তোমরা দেখতে থাকবে। তারপরে বলবে এডোয়ার্ড দি ফার্স্ট, সেকেন্ড.... পরের দিকে যারা আসবে তারা জানবে ফার্স্ট, সেকেন্ড এডোয়ার্ড চলে গেছেন। ভবিষ্যতে আবার কবে আসবেন সেসব জানা থাকবেনা। ড্রামার পার্ট ইমার্জ হতে থাকবে। ড্রামার নলেজ বাবা-ই বলে দেন। ভক্তি মার্গের তীর্থ যাত্রা একেবারেই আলাদা। এই হল জ্ঞান - বাবা ও বর্সাকে স্মরণ করা। এখন তোমরা জানো সত্যযুগে কত সময় রাজত্ব চলবে তারপরে ত্রেতায় রাম-সীতার রাজত্ব চলবে। বাচ্চারা সীন সীনারী দেখতে পায়। তোমরা ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছ - এই কথাটি বুদ্ধিতে আছে। এই হল নতুন জ্ঞান। বাবা বলেন আমি কল্পের সঙ্গম যুগে আসি। এই সঙ্গমে পরমপিতা পরমাত্মা রথী হয়েছেন , আমরা রথী স্বরূপ আত্মা আমাদের ফেরত নিয়ে যেতে। আমরা সবাই রথী। নিজেকে আত্মা ভাবতে হবে। তোমরা বাচ্চারা ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাও। আমরা আত্মারা ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করেছি। এখন বাবা এসেছেন - আমাদের সম্পূর্ণ রহস্য বোঝাচ্ছেন। পতিত থেকে নিজের মতন পবিত্র করে দিচ্ছেন। ইনি হলেন বেহদের একমাত্র পিতা যিনি আত্মারূপী বাচ্চাদের নিজের মতন করে দেন। লৌকিক পিতা কখনও বাচ্চাদের নিজের মতন তৈরি করেননা। এক পিতার সন্তান কেউ হয় কার্পেন্টার , কেউ হয় সার্জেন , কেউ ইঞ্জিনিয়ার । এখানে এমন হয়না। এখানে তোমরা সবাই মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হও। তোমরা ব্যারিস্টার , সার্জেন ইত্যাদি হও না। তোমরা জানো পরম পিতা পরমাত্মা আমাদের পড়ান , ফলে আমরা পড়াশোনা করে দেবতায় পরিণত হই। এমন স্কুল কোথাও দেখা যায়না , যেখানে সবাই বলবে আমরা সেই দেবতা পদ প্রাপ্তির জন্যে পড়াশোনা করছি। দিন প্রতিদিন সংখ্যায় বৃদ্ধি হবে। তখন সেন্টার ইত্যাদির সংখ্যাও বাড়বে। বাচ্চাদের প্রভাব বাড়লে তাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। এখানে এসে আমাদের মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়ার রাজ যোগ শেখাও। অনেক বৃদ্ধি হবে। বাবা তবুও বাচ্চাদের বলেন - রাত্তিরে অথবা অমৃতবেলায় জাগো , এতেই অনেক উপার্জন হবে। মানুষ যারা উপার্জন করতে সৌখিন তারা রাত্তিরে খদ্দের পেলে তখনও জেগে থাকে। মানুষ যদি ২৪ ঘন্টার সম্পত্তি পেয়ে যায় তবে তো ঘুম ছেড়ে দেবে। উপার্জনের সময় ঘুম আসেনা। উপার্জন না থাকলে ঘুম পায় । আয় হলে খুশী হয়। টাকা পয়সা বাড়ানোর চেষ্টা মানুষ করতে থাকে যাতে সুখী হওয়া যায়। যদিও পেট কিন্তু এক পোয়া রুটি চায়।

বাচ্চারা তোমাদের এই দুনিয়ার প্রতি কোনোরকম মমত্ব রাখা উচিত নয়। বেশি লোভ থাকা উচিত নয়। সেইদিকেই বুদ্ধি যোগ লেগে থাকে , তখন অবিনাশী উপার্জন থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। তাই এই উপার্জনের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। তোমাদের কামাই বা উপার্জন সেকেন্ডে সেকেন্ডে হয়। তারপরে যদি চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তো বিশাল উপার্জন হবে। অন্য কোনও উপার্জন এইরকম চলতে ফিরতে করা যায় কি ? এইটি হল ওয়ান্ডারফুল ইনকাম। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভাবে নিজের জন্যে ইনকাম কর। লৌকিক পিতার সন্তানের প্রতি চিন্তা থাকে - বাচ্চারা

যেন সুখী থাকে, সমৃদ্ধ থাকে। এখানে সন্তানের চিন্তা থাকেনা। নিজের জন্যে ২১ জন্মের উপার্জন কর। কেমন মজার জ্ঞান তাইনা ! প্রত্যেককে নিজের জন্যে ইনকাম করতে হবে। সন্তান, মিত্র আত্মীয় স্বজন কাউকে স্মরণ করতে হবেনা। নিজের দেহটির কথাও স্মরণ করতে হবেনা। বাবাকে যদিও এই দেহে আসতে হয় কিন্তু তিনি আসলে হলেন দেহি-অভিমানী। বর্তমান সময়ে দেহে আসেন , এসে আত্মারা তোমাদের এই জ্ঞান প্রদান করেন অথবা সহজ উপার্জনের পথ বলে দেন। যদি তোমরা প্র্যাক্টিস করতে থাকবে তাহলে অনেক উপার্জন করতে পারবে। ব্রহ্মাবাবাও প্র্যাক্টিস করেন শিববাবা কে স্মরণ করলে অভ্যেস হয়ে যায়। নিজের কথা ভুলে শিববাবার কথা স্মরণে থাকে কারণ শিববাবার প্রবেশ রয়েছে এই দেহে (ব্রহ্মাবাবার দেহে)। ব্রহ্মাবাবা বোঝেন আমি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। লৌকিক পিতার সন্তানদের চিন্তা থাকে আমরা বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তেমনই ব্রহ্মাবাবারও স্মরণে থাকে যে আমি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। শিববাবার প্রবেশ রয়েছে কিনা। তাই সেই নেশা তো থাকে যে - আমি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, প্রপার্টির মালিক। শিববাবা নিজে তো বিশ্বের মালিক হন না। আমি (ব্রহ্মাবাবা) ব্রহ্মাণ্ডের মালিক সাথে বিশ্বেরও মালিক হই। বাবা (শিববাবা) হলেন শুধুমাত্র ব্রহ্মাণ্ডের মালিক । তোমরাও বিশ্বের মালিক হও তাইনা। রাজা হোক বা প্রজা - সবাই বোঝে আমরা হলাম বিশ্বের মালিক, সবাই জানে আমরা বিশ্বের মালিক। এইসব কথা বুঝলে খুশীর পারদ ঊর্ধ্বে থাকবে। গায়নও আছে - অতীন্দ্রিয় সুখের কথা জানতে হলে গোপী বল্লভের গোপ-গোপীকাদের জিজ্ঞাসা কর। এমন নয় গোপী-বল্লভ কে জিজ্ঞাসা কর। বল্লভ বাবাকে বলা হয়। বল্লভ তো বিশ্বের মালিক হওয়ার সুখ ভোগ করেননা। বাবা কত উঁচুতে স্থান দেন। ইনি (ব্রহ্মা) বলেন আমিও নিজেকে ব্রহ্মাণ্ডের মালিক ভাবি। এমন নয় ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাবে। কোথায় ব্রহ্মে বিলীন হওয়া, কোথায় ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হওয়া - অনেক তফাৎ রয়েছে। তোমরা জানো বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক করেন। স্বয়ং বাবা বলেন জাগো সজনীরা । আমি প্রতিটি নতুন কথা তোমাদের বোঝাই। তোমরা কি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হও নি ? তারপরে পার্ট প্লে করে এখন আবার তোমরা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হও, পরবর্তী সময়ে তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে - এই কথাটি স্থায়ী ভাবে স্মরণে রাখতে হবে। একেই বলা হয় বিচার সাগর মন্থন। এর ফলে তোমাদের খুশীর পারদ ঊর্ধ্বে থাকবে। এই কথাটি তো নিশ্চয় থাকা উচিত যে ইনি হলেন আমাদের পিতা। পিতা ব্যতীত এমন কথা বোঝানোর সামর্থ কারো নেই। অন্তরে নোট করা উচিত। এখানে নোট নেওয়া হয় স্মৃতিতে রাখার জন্যে। তারপরে এইসব আর কাজে লাগবেনা। বারিস্টারের কাছে অনেক বই পত্র থাকে। শরীর ত্যাগ করলেই শেষ। পর জন্মে কি হবে কে জানে। বাচ্চারা তোমাদের তো এই একমাত্র পড়াশোনা। তোমরা জানো স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডের মালিক পিতা , আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের এবং বিশ্বের মালিক করেন। তবুও খুশীর পারদ ঊর্ধ্বে থাকেনা কেন ? বাবা বুঝিয়েছেন এই গান বাড়িতে নিজেকে রিফ্রেশ করার জন্যে রাখা উচিত।

কেউ এমন ভাবে যে জ্ঞানে এসে আমাদের ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি-লাভ তো পুরানো দুনিয়ায় আছেই। আজ কেউ মন্ত্রী, কেউ শুট করে দিলেই শেষ । সবার ক্ষতি তো হয়। কারো ধূলোয় চাপা থাকে .... সবারই ক্ষতি । শুধু তোমরা বাচ্চারা সদাকালের লাভ প্রাপ্ত কর ভবিষ্যতে। তাও আবার ২১ জন্মের জন্যে। বাকি দুনিয়ার তো ক্ষতি হয়। এইসব কিছু হল মৃগতৃষ্ণা সম। কেউ জানেনা এইসব মাটিতে মিশে যাবে। সবই রয়েছে কবরে, ভস্মীভূত হয়ে রয়েছে। তোমরা এইসব কিছু জানো। তোমাদের মধ্যেও যারা খুব তীক্ষ্ণ তারা জানে যে এই দুনিয়াটা হল অগ্নি কুন্ড। সবকিছু কবরে নিক্ষিপ্ত হবে। যাদব-কৌরব সবাই কবরে গিয়েছিল। কিন্তু পাণ্ডবদের বিজয় হয়েছিল। বিশ্বে অর্থাৎ

নতুন দুনিয়ায় বিজয় লাভ করে কারণ তোমরা পাণ্ডবরা ঈশ্বরকে জানো। তাঁর সঙ্গে প্রীতি রাখো। যে যতখানি প্রীতি রাখে , যে যত স্মরণ করে ততই তার উপার্জন জমা হয় -- এমন কখনও শুনেছ ? ভারতের প্রাচীন যোগ খুবই বিখ্যাত। ব্রহ্মাবাবাও জানতেননা , এখন সব কথা বুদ্ধিতে আছে। বাবা বলেন - সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান যা তোমাদের বলি সেসব সত্যযুগে থাকবেনা। সেখানে তো তোমাদের প্রলব্ধের সুখের পার্ট যেমন কল্প পূর্বে চলছিল তেমনই চলবে। এই জ্ঞান বাবা একবারই এসে প্রদান করেন এবং শেষ পর্যন্ত দিতেই থাকবেন। তোমরা যেখানেই থাকো, শরীর ত্যাগ করার সময় যেন শিববাবার স্মরণ থাকে, ত্রিকালদর্শী স্বরূপের জ্ঞান থাকে। জ্ঞান-অমৃত মুখে থাকে, স্ব-দর্শন চক্র স্মরণে থাকে - তখন যেন দেহ ত্যাগ হয়। কোথায় ভক্তিমার্গের কথা আর কোথায় এই জ্ঞানের কথা। মৃত্যুর সময় মানুষের হাতে মালা দেওয়া হয়। বলা হয় - রাম-রাম বলো তাহলে সদগতি হবে। কিন্তু রাম কে, কোথায় -কেউ জানেনা। কেউ রামকে, কেউ হনুমানকে স্মরণ করে। অনেককে স্মরণ করাকে বলা হয় - ভক্তি। এখন তোমরা একজনকে স্মরণ করো - যিনি তোমাদের জ্ঞান প্রদান করেন, তোমাদের সদগতি করেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের কে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) স্থায়ী খুশীতে থাকতে হলে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। নেশায় থাকতে হবে যে আমরা ব্রহ্মান্ড ও বিশ্বের মালিক হতে চলেছি।

২) একমাত্র বাবার সঙ্গে প্রীতি রেখে উপার্জন জমা করতে হবে। আমরা আত্মা আমরা এই দেহে রথী। রথী ভেবে দেহী-অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান :- বাবার নির্দেশ অনুযায়ী সেবা ভেবে প্রতিটি কার্য সম্পন্নকারী সদা ক্লান্তিহীন (অথক) এবং বন্ধনমুক্ত হও

ব্যাখা: প্রবৃত্তিকে (গৃহস্থ) সেবা ভেবে সামলাও, বন্ধন ভেবে নয়। বাবা নির্দেশ দিয়েছেন - যোগের দ্বারা হিসাব-নিকেশ মেটাও। এই কথা তো জানো যে এই হল বন্ধন কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে বললে বা ভাবলে বন্ধন আরও কঠিন হয়ে যায় আর শেষ সময়ে যদি বন্ধন স্মরণে থাকে তবে তো গর্ভ জেলে যেতে হবে তাই কখনও নিজের প্রতি বিরক্ত হবেনা। কোথাও আটকে যেওনা এবং কোথাও বিবশ হয়ো না, খেলা ভেবে প্রতিটি কাজ করতে থাকো তাহলে ক্লান্তিহীনও (অথক) থাকবে এবং বন্ধন-মুক্তও হয়ে যাবে।

স্লোগান - ভ্রুকুটি কুটিরে বিরাজিত হয়ে তপস্বীমূর্ত স্বরূপে থাকো - এটাই হল অন্তর্মুখী অবস্থা ।